হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর শুভ উদ্বোধন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

২৪ আগস্ট ২০১৩

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় পরিচালিত ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি) কর্তৃক নির্মিত নারায়ণগঞ্জের হরিপুরে ১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন এবং সিদ্ধিরগঞ্জে ১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি জেনেছি যে, ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি) এর অধীনে সদ্য নির্মিত হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট উদ্বোধনের ফলে জাতীয় গ্রীডে ৪১২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ যুক্ত হবে, যা পাবলিক সেক্টরে এ যাবৎ নির্মিত সর্বোচ্চ ক্ষমতার একক প্রকল্প। এছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং এর নির্মাণ কাজ শেষে আরো ৩৩৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যোগ হবে। আমি বিশ্বাস করি, এ দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হলে দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে।

দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য উপাদান। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রয়াসে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। ফলে বিদ্যুৎ খাতের সাফল্য অত্যন্ত দৃশ্যমান। দেশের ৬০% জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে এবং ২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় ১৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে দ্রুত সমগ্র দেশবাসীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে হবে। নবায়ণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকার যে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার ব্যবহার ও সম্প্রসারণে আমাদের আরো উদ্যোগী হতে হবে।

আমি ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি) এর গৃহীত কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি) কর্তৃক নির্মিত হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর শুভ উদ্বোধন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আমি সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধু জাইকা (JICA) এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় গ্রীডে ৭৪৭ মেঃওঃ বিদ্যুৎ যুক্ত হবে যা আবাসিক, কৃষি,বাণিজ্যিক ও শিল্প কারখানায় ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

ইজিসিবি লিঃ এর আওতায় পরিচালিত সিদ্ধিরগঞ্জ ২×১২০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট, সদ্য নির্মিত হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং নির্মাণাধীন ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট হতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলে দেশের বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখনও মূল জ্বালানি উৎস হচ্ছে গ্যাস। তাই গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার ও গ্যাস উৎপাদনে আরো জোর দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানির ক্ষেত্রে অন্যান্য জ্বালানির হিস্যা বাড়ানোও আমাদের একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য। এই সুযোগে এই দুটি ক্ষেত্রে উদ্যোগ অব্যাহত রাখা ও জোরদার করার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একই সঙ্গে ব্যক্তি উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও জোরদার উদ্যোগ আশা করছি।

আমি ইজিসিবি লিঃ এর আওতায় বাস্তবায়িত হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর সফল পরিচালনা এবং এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি

প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি) কর্তৃক গৃহীত হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আমি সকলকে স্বাগত জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল, দক্ষ এবং দূরদর্শী নেতৃত্বে গত সাড়ে চার বছরে বিদ্যুৎ খাতে বর্তমান সরকার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সুচিন্তিতভাবে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

ইজিসিবি লিঃ এর অধীনে বাস্তবায়িত হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট চালুর ফলে দেশের বিদ্যুৎ খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

উক্ত দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উন্নত প্রযুক্তির High Efficiency (৫৬% এর বেশী) Machine (Turbine & Generator) ব্যবহার করা হবে। এতে স্বল্প জ্বালানি খরচ করে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে; যা বিদ্যুতের গড় উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ফলে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের সরবরাহ মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে।

সরকারের বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আগামী ২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় ১৬ হাজার মেঃওঃ ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ ২০২১ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি নবায়ণযোগ্য জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০২১ সলের মধ্যে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়ন সুনিশ্চিত। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলের সচেতন ও সাশ্রয়ী মনোভাব বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়ক হবে।

আমি ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি) এর প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করার সময়োপযোগী পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাই এবং প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে শেষ হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি

বিদ্যুৎ খাতে বর্তমান সরকারের সাড়ে চার বছরে অর্জিত সাফল্য

৬ জানুয়ারী ২০০৯ এ বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতের বিরাজমান সংকট নিরসনের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল, ডুয়েল ফুয়েল, নিউক্লিয়ার এনার্জি এবং নবায়ণযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক তা নিবিড় তদারকিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যুৎ খাতে বিগত সাড়ে চার বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

- বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে ২০০৯ সালের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে ৮,৯৪৯ মেগাওয়াটে উন্নীত হতে যাচ্ছে।
- বিগত ৬ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩,২৬৮ মেগাওয়াট। বর্তমানে সর্বোচ্চ উৎপাদন ৬,৬৭৫ মেগাওয়াট (গ্রীড কানেকটেড) এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৪.২৫%।
- সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত ৪,২৮২ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৫৬ টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।
- বিগত সাড়ে চার বছরে ৯,৫৮৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৬৮ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারিখাতে ৬,৫৬৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ৩৩ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে যা পর্যায়ক্রমে আগামী ২০১৭ সালের মধ্যে চালু হবে।
- ৩,৯৭৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ১৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে এবং ৩,৫৪২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- বিদ্যুতের সিস্টেম লস (বিতরণ) ১৫.৬৭% থেকে ১২.২৬% হ্রাস পেয়েছে।
- বিগত সাড়ে চার বছরে প্রায় ৩৪.৫৩ লক্ষ গ্রাহককে নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭% থেকে বৃদ্ধি করে ৬০% এ (৭% নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) উন্নীত করা হয়েছে।
- বার্ষিক মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট ঘন্টা থেকে বৃদ্ধি করে ২৯২ কিলোওয়াট ঘন্টায় উন্নীত করা হয়েছে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার এর মাধ্যমে প্রায় ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানীর লক্ষ্যে গ্রীড লাইন ও সাব-ষ্টেশন নির্মাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- বাগেরহাটের রামপালে ভারতের সাথে যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে।
- জাইকার সহায়তায় কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ীতে ১২০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সাম্ভাব্যতা যাচাই এর কাজ শুরু করা হয়েছে।
- সেচ কাজে সোলার পাম্পের ব্যবহারকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- অনলাইন-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের (ডেসকো এলাকায়) ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- অনলাইন-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে।
- কম্পিউটারাইজড স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- প্রি-পেইড মিটারিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

এক নজরে গত সাড়ে চার বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জনের তুলনামূলক চিত্র

বিবরণ	২০০৯ সালের শুরুতে	জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত	পরিবর্তন
মোট উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	৪,৯৪২	৮,৯৪৯	(+) ৪,০০৭
সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)	৩,২৬৮	৬,৬৭৫ (১২ জুলাই ২০১৩)	(+) ৩,৪০৭
সঞ্চালন লাইন (কিলোমিটার)	৭,৯৯১	৯,১৬৭	(+) ১,১৭৬
বিতরণ লাইন (কিলোমিটার)	২,৬০,৩৭৯	২,৮৫,১০১	(+) ২৪,৭২২
বিতরণ লস	১৫.৬৭%	১২.২৬ %	(-) ৩.৪১%
মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিলোওয়াট ঘন্টা)	২২০	২৯২ (ক্যাপটিভ জেনারেশনসহ)	(+) ৭২
বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি	১,০৭,০০,০০০	১,৪১,৫৩,০০০	(+) ৩৪,৫৩,০০০
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত মোট জনসংখ্যা	৭ কোটি ৫৬ লক্ষ	৯ কোটি ৫৬ লক্ষ	(+) ২ কোটি
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার	৪৭%	৬০% (নবায়নযোগ্য জ্বালানি-৭%)	(+) ১৩%

সিদ্ধিরগঞ্জ ২ x ১২০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত, আজ সরকারি খাতে একক বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর শুভ উদ্বোধন। আমাদের বিগত সরকারকালীন ২০ মার্চ, ২০১১ এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি।

একই সাথে সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ফলে জাতীয় গ্রীডে সর্বমোট ৭৪৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযুক্ত হবে।

বর্তমান সরকার দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সামর্থ্য ৮ হাজার ৯৪৯ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে। এ পর্যন্ত ৪ হাজার ২৮২ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ৫৬ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ৬ হাজার ৫৬৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে আমাদের উদ্যোগের সুফল এখন জনগণ ভোগ করছেন। লোডশেডিং প্রায় বিদায় নিয়েছে।

দেশের বিদ্যুৎ খাতে চরম সংকটাবস্থায় ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই সর্বপ্রথম বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্মুক্ত করি। এ সময়কালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪ হাজার ৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করি। গত ৪ দলীয় জোটের শাসনামলে এবং তত্ত্বাবধায়ক আমলের ২ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি হয়নি। যা গুরুত্বপূর্ণ এ খাতটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে।

আমরা এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করি। অতি দ্রুত, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেই।

আমি পাবলিক সেক্টরে সর্ববৃহৎ এ প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। প্রকল্প দুটির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

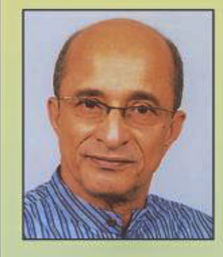

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

বাণী

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এ খাতের সার্বিক সমস্যা দূরীকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌছাতে শুরু করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ, যোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বে গত সাড়ে চার বছরে বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দায়িত্বভার গ্রহণের পর মোট ৫৬টি সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। যেখানে ২০০৯ সালের শুরুতে মাত্র ৩৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল সেখানে আমরা অদ্যাবধি সর্বোচ্চ ৬৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি।

এ সরকারের আমলে নির্মিত হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর শুভ উদ্বোধন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এর এ শুভ লগ্নে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ দুটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় গ্রীডে ৭৪৭ মেঃওঃ বিদ্যুৎ যুক্ত হতে যাচ্ছে ।

বিদ্যুৎ খাতে বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সৃষ্ট সংকট উত্তরণের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। প্রায় ৩০ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ পেয়েছেন এবং অতিরিক্ত চাহিদার পরও বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা বহুলাংশে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান সরকারের স্বল্প মেয়াদী স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী কয়লাভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এছাড়া সরকার ভারত হতে ৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানির সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

আশা করি চলমান সকল বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো যথাসময়ে সমাপ্ত হলে বিদ্যুৎ সংকট উত্তরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

সভাপতি
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ
বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ ইতোমধ্যে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, বিদ্যুতের সহজ প্রাপ্যতা ছাড়া আমাদের অর্থনীতির গতি চলমান রাখা ও উত্তরোত্তর বিকশিত করা কঠিন। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহ, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও বিদ্যুৎ খাতে বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ সংকট সহনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ দিকনির্দেশনায় এবং সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সেই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের জনগণ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি ইজিসিবি লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মেজর জেনারেল (অব.) মোঃ সুবিদ আলী ভূঁইয়া এমপি

Annex Communications Ltd 08/2013